দ্যা গ্রান্ড বার্গেইন

গ্রান্ড বার্গেইন-এ কি বলা আছে?

২০১৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে বিশ্ব মানবিক সম্মেলনের সময় শুরু করা গ্র্যান্ড বর্গেইন চুক্তি হল কিছু বৃহৎ দাতা এবং মানবিক সংস্থার মধ্যে একটি অনন্য চুক্তি যারা প্রয়োজনে মানুষের হাতে আরও সহায়তা পৌঁছে দিতে এবং মানবিক কর্মের কার্যকারিতা এবং দক্ষতা উন্নত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মানবিক সহায়তা তহবিলের সংকট (সম্পদের উৎস বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনগুলিকে কমিয়ে ফেলা) মোকাবেলার অংশ হিসাবে গ্র্যান্ড বর্গেইন চুক্তি প্রস্তুত করা হয়েছিল।

মোট স্বাক্ষরকারী ৬৬

সদস্য রাষ্ট্র ২৫
জাতিসংঘ সংস্থা ১২
আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন ২৫
রেডক্রস/রেডক্রিসেন্ট মুভমেন্টস ২
আন্ত-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ২

২০২৩ সালে এসে, গ্র্যান্ড ব্যার্গেইনে ৬৬ জন স্বাক্ষরকারী রয়েছেন, যার মধ্যে কিছু বড় দাতা সরকার থেকে শুরু করে ছোট বাস্তবায়নকারী সংস্থা (২৫টি সদস্য রাষ্ট্র, ২৫টি এনজিও, ১২টি জাতিসংঘের সংস্থা, দুটি রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন এবং ২টি আন্তঃসরকারি সংস্থা) রয়েছে।

তারা মানবিক কর্মকান্ডর ৫১টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করছে যার মূল লক্ষ হলো আমলাতান্ত্রিক খরচ কমানোর মাধ্যমে প্রয়োজনে মানুষের জন্য আরও সহায়তা নিশ্চিত করা। এই প্রক্রিয়াটির চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনজন মর্যাদাবান রাষ্ট্রদূত- জমিলা মাহমুদ, ম্যানুয়েল বেসলার এবং মাইকেল কোহলার। তাঁরা জেনেভা ভিত্তিক সচিবালয় দ্বারা দাপ্তরিক কাজের জন্য সহায়তা পান।

গ্রান্ড বার্গেইন কেন গুরুত্বপূর্ণ

২০২১ সালে গ্র্যান্ড বার্গেইনের শেষ সংশোধনের সময় থেকেই বিশ্বব্যাপী মানবিক চাহিদা বাড়তে থাকে। ২০২৩ সালের জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত, বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল দরকার ছিল ৫৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা দিয়ে ৩৬২ মিলিয়ন বিপদাপন্ন মানুষের মধ্যে ২৪৯ মিলিয়ন মানুষকে সহায়তা প্রদানের কথা ছিল। এই চাহিদাগুলি সৃষ্টি হওয়ার কারন হলো চলমান সংকট, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জনস্বাস্থ্যের জরুরী সেবা প্রদানের মতো চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া।

যেহেতু তহবিলের চাহিদা প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ে না, তাই এটি শুধুমাত্র তহবিলের উৎস বাড়াতে নয়, বরং সহায়তা প্রদানের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ - এটাই হল গ্র্যান্ড বার্গেইনের মূল উদ্দেশ্য।

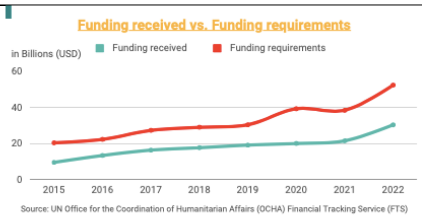

শীর্ষ ৫ দাতা দেশ (মোট জাতীয় আয়ের % অনুযায়ী)	শীর্ষ ৩ দাতা দেশ (ইউএস বিলিয়ন ডলার)
১. লুক্সেমবার্গ (১%) ২. সুইডেন (০.৯%) ৩. নরওয়ে (০.৮৬%) ৪. জার্মানী (০.৮৩%) ৫. ডেনমার্ক (০.৭%)	১. আমেরিকা (১৬.৬ বিলিয়ন) ২. ইউ/ডিজি ইকো (৩.৬ বিলিয়ন) ৩. জার্মানী (৩.৫ বিলিয়ন)

গ্রান্ড বার্গেইন কিভাবে মানবিক সহায়তাকে প্রভাবিত করছে?

গুণগত তহবিল সহায়তা

দৃশ্যমানতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রেখে গুণগত তহবিল সহায়তার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞায়নে পৌছানো যা একটি কার্যকর ও দক্ষ সাড়াদানে সহায়ক।

স্থানীয়করণ

স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে বৃহৎ আকারে তহবিল এবং সহায়তা প্রদান করে এবং স্থানীয় সাড়াদানকারী সংগঠনগুলোর সাড়াদান ও দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করে।

অগ্রিম প্রস্তুতি

পূর্বাভাসমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নমনীয় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাধ্যমে ভবিষ্যতের দুর্যোগগুলোকে মোকাবেলা করা।

অংশগ্রহণ

দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের মানবিক চাহিদাগুলোকে পূরণ করা।

নেক্সাস

গ্র্যান্ড ব্রার্গেইনের গ্রহণযোগ্যতাকে ব্যবহার করে একটি প্লাটফরমে নেক্সাসের সমস্ত প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করা।

উদ্ভাবনী অর্থায়ন

দীর্ঘস্থায়ী সংকটের সমাধানে উপযুক্ত ক্রস-সেক্টর সহযোগিতা এবং উদ্ভাবনী অর্থায়নের উৎসগুলোকে সক্রিয় করে, এমন বিদ্যমান অর্থায়ন প্রক্রিয়াগুলিকে ম্যাপিং, সমর্থন এবং স্কেলিং-আপ করা ।

২০১৬ থেকে এ পর্যন্ত গ্রান্ড বার্গেইনের অর্জন কি?

একটি নতুন ক্যাশ কোর্ডিনেশন মডেল এটি গ্রান্ড বার্গেইন ককাস প্রস্তুত করেছে যা ইন্টার এজেন্সি স্টান্ডিং কমিটি-আইএএসসি (IASC) কতৃক সীকৃত হয়েছে।	আইএএসসি এই মডেল বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে যা সকল দেশেই ২০২৪ সাল থেকে বাস্তবায়িত হবে।
২০২২ সালের শেষ থেকে গ্রান্ড বার্গেইনে স্বাক্ষরকারী দাতাদের অর্ধেকের বেশি দাতা এই ৮+৩ সরল রিপোর্টিং টেমপ্লেট তাদের পার্টনারদের জন্য ব্যবহার করছে।	**প্রতিবেদনের সমন্বয় ও সরলীকরণে অগ্রগতি** প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের জন্য একটি সরল টেমপ্লেট তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে মানবিক কাজে নিয়োজিত সংগঠনগুলো স্বল্প সময় ব্যয় করে প্রতিবেদন দিতে পারবে এবং সাড়াদান কাজে অধিক সময় দিতে পারবে।
বহুবর্ষী তহবিল একটি পছন্দের মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দক্ষ ও কার্যকর সাড়াদানের জন্য বহুবর্ষী তহবিল প্রদানের শর্তকে নমনীয় করা হয়েছে এবং সম্মুখসারীর সংগঠনগুলোকে যত দূর সম্ভব সরাসরি তহবিল দেয়ার কথা বলা হয়েছে।	• ২০২২ সালে গ্রান্ড বার্গেইনে স্বাক্ষরকারী দাতাদের অর্ধেকের বেশি দাতা তাদের তহবিলের কমপক্ষে ৩০% বহুবর্ষী তহবিল হিসেবে প্রদান করেছে এবং অর্ধেকেরও বেশি দাতার শর্ত ছিল নমনীয়।

	- ডিজি/ইকো: ২০২১ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে তাদের প্রদানকৃত তহবিলের কমপক্ষে ৩০% বৃদ্ধি করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। - ক্যানাডা: তাদের ৫৮% তহবিল হলো বহুবর্ষী যা ২০১৬ সালের তুলনায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
স্থানীয়করণ স্থানীয়করণ ত্বরান্বিত করার জন্য নীতিমালা তৈরি ও চর্চা করার মাধ্যমে গ্রান্ড বার্গেইন কাজ করছে; স্থানীয় সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর জন্য তহবিল প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার ও সম-অংশীদারিত্ব সৃষ্টিতে কাজ করছে।	নীতিমালার ফলে অগ্রগতির উদাহরণ - ক্রিসচিয়ান এইড ২০২৪ সালের মধ্যে সরাসরি বাস্তবায়নের কাজ থেকে সরে আসবে। - ডাবলুএইচও (WHO) তাদের নতুন স্থানীয়করণ কৌশলপত্র তৈরি করেছে। - ইউএনএইচসিআর (UNHCR) তাদের তহবিল প্রদান চুক্তির সরলীকরণ করেছে। এর ফলে স্থানীয় বাস্তুচ্যুত ও রাষ্ট্রহীন মানুষের তৈরি সংগঠনগুলো সরাসরি তহবিল প্রাপ্ত হবে। - যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয়করণকে মাথায় রেখে তাদের প্রথম সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ (Equity & Inclusion) ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি ও বাস্তবায়ন করেছে। - ডিজি-ইকো মানবিক সাড়াদানে নিয়োজিত স্থানীয় সংগঠনগুলোর জন্য সম-অংশীদারিত্ব (Equal Partnership) নিয়ে নীতিমালা (Guidance note) তৈরি করেছে।
যতদূর সম্ভব টার্গেট ২৫% তহবিল সরাসরি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণ করা গ্রান্ড বার্গেইন ককাস- ফান্ডিং ফর লোকালাইজেশন এর সদস্যরা (ইউএসএআইডি, ডিজি-ইকো, ডেনমার্ক, ইউএন ওচা, ইউএনএইচসিআর, সেভ দ্যা চিলড্রেন, আইএফআরসি, এফরইপি ও নর্থ-ওয়েস্ট সিরিয়া এনজিও ফোরাম) একমত পোষণ করেছে যে- ১. কি পরিমাণ তহবিল স্থানীয় সংগঠনগুলোকে দেয়া হলো তা পরিমাপ করা; ২. এফটিএস বা আইএটিআই (FTS/IATI) মাধ্যম ব্যবহার করে সেই প্রদেয় তহবিলের হিসাব প্রকাশ করা। ৩. ২৫% তহবিল প্রদানের টার্গেট পূরণের জন্য দাতাদের নিজস্ব রোডম্যাপ তৈরি করা।	যৌথ ইন্টার-সেক্টরাল এনালাইসিস ফ্রেমওয়াক-জিয়াফ (JIAF): এটি গ্রান্ড বার্গেইনের উদ্দেশ্যকে ঘিরে তৈরি করা হয় যা আইএএসসি (IASC) কর্তৃক স্বীকৃত। এই ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের কি কি চাহিদা আছে, কি কি দুরাবস্থা আছে এবং এগুলোর কারনগুলো কি কি সেই সব সেক্টরাল বিষয়গুলো যাচাই করা হয়।

২০২২ সালে জিয়াফ (JIAF) স্টিয়ারিং কমিটি এন্ড এ্যাডভাইজরি গ্রুপ ৩ স্তরে দক্ষিণ সুদান, নাইজার এবং ইরাকে মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে জিয়াফ ২.০ চুড়ান্ত করে।